R. N. No. 2582/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯১শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১১ সাল।
৪ঠা আগষ্ট, ২০০৪ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

জঙ্গিপুর মহকুমায় শিশু শিক্ষায় দুর্নীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোয় রাজমিস্ত্রী এবং বিড়ি শ্রমিকদের শিশুদের সার্বিক শিক্ষার উন্নয়নের কথা ভেবেই অঞ্চলে অঞ্চলে গড়ে উঠেছে এস, এস, কে বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি। নদী এপার ওপার ভাগ করেছে শহর রঘুনাথগঞ্জ এবং জঙ্গিপুরকে। জোতকমল, পিয়ারাপুর, কাঁটাখালি, জাগনপাড়া সব জায়গাতেই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রথমে ৪০ বছরের নিচে ও মাধ্যমিক পাশ নয় এমন ক'জন শিক্ষিকা নিয়োগ করে মোটা টাকার বিনিময়ে বলে অভিযোগ ওঠে। গ্রাম্য সি, পি, আই, এম নেতা সুনীল তেওয়ারী ও নজরুল সেখের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষের অভিযোগ 'তারা টাকা নিয়ে লোক ঢুকিয়েছে।' স্কুলের সেক্রেটারী, প্রেসিডেন্ট বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েত ধন্য অশিক্ষিত মানুষ এবং তাঁদের নামেই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট। সহায়িকাদের বেতন ১০০০ টাকা। ছ'মাসে, ন'মাসে বেতন আসে একসাথে। সেখান থেকে ১০০০/২০০০ টাকা ব্রাঞ্চ কমিটির নেতা হিসাবে ঐ ব্যক্তিরা নেয়। তারপর নতুন কাজে লাগা অর্থাৎ চুক্তিভিত্তিক সহায়িকাদের (শেষ পৃষ্ঠায়)

এ্যাডমিশন ফরম বিক্রীর কোন হিসাব নাই—জঙ্গিপুর কলেজে ভর্তি কমিটি ও ছাত্র সংসদের বিরোধ তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার তিনটি কলেজের মধ্যে জঙ্গিপুর কলেজ অনেকদিন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। খোলা হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগে অনার্স। এই কলেজের আভ্যন্তরীণ পরিচালন কমিটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উঠছে। অনার্স বিভাগে শিক্ষক নেই অথচ ছাত্র ভর্তি চলছে। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তির সাব কমিটির সঙ্গে ছাত্র সংসদের জি, এস অয়ন প্রামাণিকের দ্বন্দ্ব তীব্র আকার নিয়েছে। সাব কমিটির নিয়মানুযায়ী টিচিং স্টাফ ২ জন, নন টিচিং স্টাফ ২ জন এবং প্রিন্সিপ্যাল হলেন কমিটির প্রধান। ভর্তির ক্ষেত্রে এ্যাডমিশন ফরমের জন্য ছাত্র পিছু ৩০ টাকা নেয়া হলেও তার কোন হিসাব এযাবৎ ভর্তি সাব কমিটি দাখিল করেনি। জি, এস অয়ন প্রামাণিকের সাফ কথা, ভর্তি ফর্মের ওপরে সিরিয়াল নম্বরসহ একটি কাউন্টার পার্ট রাখতে হবে, তাতে কত ফর্ম বিক্রি হল জানা যাবে। কিন্তু কমিটির সঙ্গে যুক্ত নন টিচিং (শেষ পৃষ্ঠায়)

কালিতলা এল, কে হাই স্কুলের ৭৫তম জন্মদিন নীরবে চলে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সম্মতিনগর তালতলায় বর্তমানে অবস্থিত কালিতলা এল, কে হাই স্কুল পঁচাত্তর বছরের প্রাচীন। যাঁদের অবদানে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই মারোয়াড়ারী সম্প্রদায়ের নীরব অভিমান ঝড়ে পড়ছে এলাকার সর্বত্র। এল, কে অর্থাৎ লক্ষ্মীকান্ত সারাওগীর বংশধরেরা আহত সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ নীরবে চলে যাওয়ায়। ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুল ২০০৩ সালে ৭৫ বছরে পদার্পণ করলে প্রথম দিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ হীরক জয়ন্তী বছর উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিয়ে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করেন। সর্বদলীয় কমিটি গঠন করার কথা হলেও সে কমিটি হয়নি। এমন কি ৭৫ বছর পালনের উদ্যোগে জল ঢেলে দিয়েছেন শিক্ষকরাই। সারাওগী এবং জৈন্য সম্প্রদায়ের কিছু উৎসাহী তরুণ ক্ষোভের সঙ্গে একথা জানান। অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে স্কুল কমিটির অনীহা যেমন রয়েছে পাশাপাশি শিক্ষক (শেষ পৃষ্ঠায়)

চোলাই মদ আটক, পরিবেশ সুস্থ রাখতে গ্রামীণ মহিলারা একাট্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থানার পাটকেলডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বহিলাপাড়া, চামুন্ডা ও হুকারহাট এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে জঙ্গিপুর আবগারি দপ্তরের ইনচার্জ সনৎ ভদ্র আটক করেন ২২০ লিটার চোলাই মদ ও মদের উপকরণ প্রায় ১৩০০ লিটার গাঁজানো তরল পদার্থ এবং ৪টি হাঁড়ি। ২৭ ও ২৮ জুলাই অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে ভেঙ্গে দেন অবৈধ চোলাই মদের ঠেকগুলি। এই অবৈধ চোলাই মদের ব্যবসার দরুণ সর্বশান্ত হচ্ছে ঘোষপাড়া, চামুন্ডা, পিলকী, কুমোড়পাড়া প্রভৃতি এলাকার মানুষ। এছাড়া ঘটছে বিভিন্ন অসামাজিক কাজ বলে অভিযোগ করেন ঐ অঞ্চলের মহিলারা ও মহিলা প্রধান আদেলা বেগম। তাঁর নেতৃত্বে গোটা গ্রামের সহযোগিতায় বহিলাপাড়ার ঊনত্রিশ জন অবৈধ মদ বিক্রি না করার (শেষ পৃষ্ঠায়)

উচ্চ মাধ্যমিকে মহকুমার শীর্ষে এবার বাড়ালা হাই স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমায় উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলে এবার বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শীর্ষে। কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সেখানকার মাসিউর রহমান ৮২৮ নম্বর পেয়ে। ঐ স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ১৭৫। ষ্টার ৩, প্রথম বিভাগে ১৯, দ্বিতীয় ৪৭, পাস বিভাগে ৭৭। জঙ্গিপুর হাই স্কুলে মোট পরীক্ষার্থী ২৬৬। ষ্টার ৮, প্রথম ৭০, দ্বিতীয় ৯০। সর্বোচ্চ নম্বর কৃষ্ণনাথ সাহা (৮২৫)। রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে মোট পরীক্ষার্থী ১০০। ষ্টার নেই, প্রথম ৫, দ্বিতীয় ৫০, পাস ১৫। সর্বোচ্চ নম্বর দীপক পাণ্ডিত (৭৩২)। মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুলে মোট পরীক্ষার্থী ১২৬। ষ্টার নেই, প্রথম ৭, (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১১ সাল

।। দুর্ঘটনা যখন প্রতিদিনের ঘটনা ।।

গতিময়তা জীবনের অপর নাম। বলিয়া থাকি জঙ্গমত্বই হইতেছে জীবনের লক্ষণ। গতি যে মৃত্যুরও কারণ হইতে পারে তাহা অস্বীকার করিবে কে ? জীবন-মৃত্যু যেন দুই তুরঙ্গ। তাহারা উদ্দাম, উদ্যত। জীবনকে ঘিরিয়া চলে মৃত্যুর অভিসার। ছুটিয়া চলা মানুষের জীবনে এক প্রকার নেশা। বেগে আবেগে তাহা গতি চঞ্চল। এই গতির নেশা জীবনকে মৃত্যুর সীমানায় এক সময় কেন, যে কোন সময়, অবধান বা অনাবধানে আনিয়া হাজির করিতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মানুষের অসংযম, অসংযত আচরণই যে তাহার কারণ তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে।

গতির যুগে আমরা বাস করিতেছি। জীবন ও জীবিকায় স্পষ্ট গতি চঞ্চলতা। গতিরও অবশ্য একটা ছন্দ আছে, রীতি আছে, যতি আছে। তাহার মান্যতা অনস্বীকার্য। তাহার ব্যত্যয়ে বা বিপত্তিতে ঘটে ছন্দপতন। ঘটনা পর্যবসিত হয় দুর্ঘটনায়। তাহার জন্য দায়ী কে ? মানুষই তাহার স্বখাত সলিলে রচনা করিয়া থাকে জীবনের সমাধি। ব্যক্তিগত ব্যাপারের কথা বলিতেছি না, বলিতে চাহিতেছি সমষ্টির জীবনের কথা। কোন ব্যক্তির দায়িত্বে যখন সমষ্টির জীবনের বিপদ অথবা নিরাপত্তা নির্ভর করে—তাহার দায়দায়িত্ব দায়বদ্ধতার কথা।

আমাদের প্রসঙ্গ—ঘটনা এবং দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা শব্দের কোন তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। তবে ইহাও সমান সত্য—দুর্ঘটনার পিছনে থাকে কোন ঘটনা। আর সেই সংঘটিত ঘটনার পিছনে থাকে কোন অবহেলা, অমনোযোগ, রেষারেষি, তীব্র প্রতিযোগিতা অথবা কোন না কোন বৈরিতা। প্রতিদিনের চলার পথে এখানে সেখানে নিত্যই ঘটিয়া চলিয়াছে এই বিপর্যয়। কাহারো পক্ষে প্রবাদ প্রতিম 'নন্দলাল' সাজিয়া বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শায়িত থাকিয়া দিন গুজরান করা চলে না। পথে তাহাকে বাহির হইতে হয় জীবন ও জীবিকার তাগিদে। দূর হইতে দূরে। শুধু শ্রীচরণে নয়, যানে যানবাহনেও। কিন্তু বাহন তো যন্ত্র। সে তো নিজে চলে না, তাহাকে চালিত করিতে হয়। তাহার চালনার দায়িত্বে থাকে সেই মানুষ। দুঃখের বিষয়—এই মানুষ আজ মান ও হুঁশহীন হইয়া উঠিয়াছে। নেশা ও লালসা তাহার মানুষী সত্তাকে গিলিয়া খাইয়াছে এবং খাইতেছে।

সাম্প্রতিককালে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে। ভাগীরথী সেতুর উপর ঘটিয়া যাওয়া মর্মন্তুদ ঘটনা, জাতীয় সড়কের উপর স্থানীয় একটি টাটা সুমোর দুর্ঘটনা, বিশেষ করিয়া কয়েকদিন আগে মালদহের একটি যাত্রী ভর্তি বাসে ৩৬ জন যাত্রীর মৃত্যুর ঘটনা আমাদের সকলকেই হতচকিত, বিমূঢ় করিয়া তোলে। মালদহের বাসের বেশীর ভাগ আরোহী ছিল নিত্য-যাত্রী, চাকুরীজীবী। চালকের অসংযত তীব্র গতিতে বাস চালনায় শঙ্কিত যাত্রীদের করুণ আবেদন এবং আর্তনাদ মাথা খুঁড়িয়াছে, নিষ্ঠুর চালক তাহা উপেক্ষা করিয়াছে। খবরে প্রকাশ, বাস চালক ম্যাক্সি ট্যাক্সির সঙ্গে পাল্লা দিয়া দৌড়াইতে গিয়া প্রাণহানিকর বিপত্তি ডাকিয়া আনিয়াছে এবং নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন করিয়াছে। নিয়ন্ত্রণহীন বাস পাশের নয়ানজুলিতে পরিয়া বাসের যাত্রীদের সলিল সমাধি ঘটাইয়াছে।

প্রায় প্রতিদিনের সংবাদপত্রে বাস দুর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়—বাসের যান্ত্রিক গোলযোগ, চালকের অস্বাভাবিক তীব্র গতিতে বাস চালনা আবার বহু মাত্রিক যানবাহনের আবির্ভাবে চালকদের মধ্যে চরম রেষারেষি, নিয়ম নীতি উপেক্ষা করিয়া আগাম ছুটিয়া গিয়া যাত্রী শিকার করিবার তীব্র নেশা এবম্বিধ দুর্ঘটনার কারণ। কিন্তু ইহা তো আকছার ঘটিয়া চলিয়াছে জানজটে জর্জরিত পথে ও সড়কে। মালদহের দুর্ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হামেশাই এই জাতীয় ঘটনা ঘটিতেছে। ইহা হইতে মনে হয় রাস্তার নিয়ম (রুল অফ দ্য রোড) বলিয়া কিছু নাই। গাড়ির চালকেরা ষ্টিয়ারিং হাতে বসিলেই গতির নেশায় মাতাল হইয়া পড়ে—গাড়ি ভর্তি যাত্রীদের বিপন্নতার কথা ভুলিয়া যায়—ইহা মারাত্মক ব্যাপার। সরকারী পরিবহন দপ্তরের কী এ বিষয়ে কোন করনীয় দায়-দায়িত্ব নাই ?

বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে

রঘুনাথগঞ্জ শহরের সদরঘাটে দুটো বেডরুম, রান্নাঘর, ডাইনিং স্পেস, বাথরুম, পাম্পের জলসহ ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগ করুন ঃ—ফোন ঃ ২৭৩৯১৫

কালি যায় না ম'লে কয়লা হাজার ধুলে

কৃশানু ভট্টাচার্য

অবশেষে ফাটা বাঁশে কাপড় আট-কালো বামপন্থীদের। মধুচন্দ্রিমার ঘোর কাটতে না কাটতেই উকিলের শরণাপন্ন বামনেতারা। পরামর্শ করছেন জনতার আদালতে যাবেন কিনা ? এদিকে উকিল মহোদয়াও তো হতাশ। তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন শুনেই দেশের অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ন্তারা শেয়ার বাজারে এমন শোরগোল তুললেন যে তড়িঘড়ি নিজেকে সরিয়ে থুড়ি আত্মত্যাগ করে নিয়ন্তাদের শীর্ষস্থানীয় পছন্দের মানুষকে (৩য় পৃষ্ঠায়)

বাজেট সুন্দরী

শীলভদ্র সান্যাল

শঙ্খনিনাদ করি' ভক্তিভরে
অভিশপ্ত পুরুষদের মুক্তি তরে
যথা ভগীরথ এনেছিল গঙ্গামাকে
তেমতি তুমি ঘোর দুর্বিপাকে
দুর্ভাগা ভারত-ভূমি পরে
অভয়-হস্ত লয়ে হর্ষভরে
প্রতি বৎসর দাও দেখা হে সুন্দরী !
নব নব বাজেটের রূপ ধরি।
মন্ত্রক কিংবা সে সচিবস্তরে
নিদ্রাবিহীন কত রাত্রি ধ'রে
তিলোত্তমা তুমি তিলে তিলে
মূরতি খানি ধর চারুশীলে !
কম্পিউটারে চাপে লক্ষপাতা
রচিতে তব মহিমা, কীর্তি গাথা।
তবু বাদ-বিসংবাদ, কোলাহলে
কণ্ঠ ফাটায় সব বিরোধী দলে
ত্যাগ করে সভা, দিতে উচিত শিক্ষা
সংবাদপত্রে কত যে সমীক্ষা !
কেউ হয় শঙ্কিত, কেউ হয় ক্ষিপ্ত
কেউ হয় নন্দিত, কেউ ক্রোধদীপ্ত !
কালি নামে দালালের মুখ পরে
শেয়ার বাজারে সূচকাঙ্ক পড়ে।
ঘাটতি পূরাতে তব লক্ষ্মীর ভান্ডে
টান পড়ে চাকুরের প্রভিডেন্ট ফান্ডে
বাম ও বনিকদলে দিতে ভারসাম্য
অর্থ মন্ত্রী করে, তাঁর যাহা কাম্য।
স্বাগত জানায় কেহ, বিদেশী লগ্নি
গ্রামণি ভারতের জঠরে অগ্নি !
কোন্ খাতে কত ব্যয়, কত লভ্যাংশ
বিবিধ-প্রকল্পে কত যে শতাংশ
বুঝিনা শুভঙ্করী সে হিসাব সূক্ষ্ম
দিন আনি, দিন খাই গন্ডমূর্খ
মোরা বৃহদংশ-চাষি মাঝিমাল্লা
মাথার উপরে ওই ঈশ্বর-আল্লা
আজি জানাই তাঁর চরণ-প্রান্তে ঃ
'দু'টি শাক-অন্ন পাই গো দিনান্তে'।

করলা হাজার ধুলে (২য় পৃষ্ঠার পর)

শীর্ষগদিতে বসিয়ে তাকে মান আর কুল বাঁচাতে হয়েছে, তাই বামেরা আবার জনতার দরবারে। এদিকে বিপদও তো কম নয়। বাজেট পেশের পরই ডঃ অসীম দাশগুপ্ত বাজেটের ভালো দিক নিয়ে এত কথা শুনিয়েছেন যে সে সব জনতার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছে গেছে। তাকেই আবার 'জনবিরোধি' বললে তো লোক হাসবে। তবে হাসলেই বা তোয়াক্কা করছে কে? এ দেশের রাজনৈতিক নেতারা জনতার হাসির তোয়াক্কা করেন না। তাই নিজের রাজ্যেই একের পর এক রেল ডাকাতির পর রেলমন্ত্রী মাটির ভাঁড়, ডাবের জল প্রবর্তন করে নিজেই হাসছেন।

কেন্দ্রের সরকার যখন বিলগ্নীকরণ মন্ত্রক তুলে দিলেন তখন একদল নেতা বলতে শুরু করলেন দেশের সম্পদ জলের দরে বিক্রি বন্ধ হলো। কিন্তু দেশের সম্পদ বিক্রি করার যিনি প্রবর্তক তিনি এতটা বদলাবেন কী করে। তাই 'নবরত্ন' এন টি পি সি'র শেয়ার বিক্রির কথা রয়েছে এই বাজেটে। বীমা ক্ষেত্র সর্বদাই মনমোহন সিং এর চোখের বালি। কিন্তু বীমা কর্মীরা তার পথের কাঁটা। ১৯৯১ তে যখন তিনি প্রথম উদারনীতি এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু করেছিলেন তখনই বীমা ক্ষেত্রকে চার ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব ছিল। তা পরে ধাপে ধাপে জীবনবীমা ও সাধারণ বীমা নিগমের একচেটিয়া কারবারের অবসানের চক্রান্তের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। কিন্তু তিনি পারেন নি। পারেন নি বর্তমানে তাঁর অর্থ মন্ত্রিও। সংযুক্ত মোর্চা সরকারে থেকে তিনিও বীমা ক্ষেত্রকে দুর্বল করার আর দেশের জনগণের টাকা মেরে দেওয়ার জন্য আই আর এ বিল এনেছিলেন ও প্রত্যাহার করেছিলেন। পেরেছেন যশোবন্ত সিং। কিন্তু তিনিও পুরো পারেন নি। পারতে দেয়নি এদেশের অর্বাচীন জনতা। ঢাক ঢোল পিটিয়ে বহু বিদেশী বীমা সংস্থা দেশে কাজ শুরু করলেও অনেকেরই এখন আর অফিস চালাবার খরচ উঠছে না। ওরা পালাবার পথ দেখছেন। তাই আবার হাত ঘুরে যখন চিদাম্বরমের হাতে উদারনীতির মশাল উঠেছে তখন বীমাতে বিদেশী বিনিয়োগ করার চেষ্টা করে রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার নিয়ন্ত্রণ বেসরকারী হাতে তুলে দেবার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে টেলিকম ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ বেসরকারী তথা বিদেশীদের হাতে তুলে দেবার কাজ প্রায় শেষ। রামবিলাসের বিলাসিতায় টেলিকম ক্ষেত্রে বি এস এন এল আর এম এন টি এলে বেসরকারী হাত ঢুকে পড়েছে। এবারে বেসরকারী বিদেশীদের হাতে গোটা দেশের টেলিকম ব্যবস্থা তথা আমার আপনার নিরাপত্তা বেচে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা। আকাশে বাজপাখিদের দাপটকেও স্থায়ী রূপ দিতে দ্রুতগতিতে বিমানবন্দরের বেসরকারীকরণের কাজ হাতে নিয়েছেন চিকাম্বরম। কিন্তু এ সবই তো পুরনো ক্ষেত্র—চমক কোথায়? চমকও আছে। এবারে লক্ষ্য ডাকঘর। স্বল্প সঞ্চয় বহু মানুষের (শেষ পৃষ্ঠায়)

যা এখনও পারিনি তাই এখন আমাদের প্রধান কর্মসূচি

* (২০০২-২০০৭) দশম যোজনার সময়কালে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ ৭৫ শতাংশে উন্নীত করা।
* রাজ্যে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য রবিশষ্যের ২০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি। কৃষি চাষের জমির কিছু অংশ পুকুর খনন করে একাধিক ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও হাঁস পালনে গুরুত্বদান।
* দশম যোজনার সময়কালে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ফসলের ক্ষেত্রে, রাজ্যের বীজের প্রয়োজনের ভিত্তিতে জৈব প্রযুক্তির প্রয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
* জেলাগুলিতে সরকারি খামার এবং সি, এ, ডি, পি, কেন্দ্রগুলির সক্রিয় ভূমিকা, পঞ্চায়েত স্তরে স্থানীয় যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে কৃষি ক্লিনিক, উদ্যান, চাষে উন্নত বীজ ও প্রযুক্তির ব্যবহার ও উন্নত পরিকাঠামো। গুরুত্বপূর্ণ হাটের বিপণন কাঠামো, সংযোগকারী রাস্তা, সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বহুমুখী হিমঘর স্থাপন।
* ২৮টি সেতু নির্মাণ এবং আরও প্রায় ৩০০ কিমি রাস্তার নির্মাণ ও উন্নয়ন।
* সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির আওতায় এ রাজ্যে ইতিমধ্যেই ১৭·৮ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৩টি ব্লকের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের সার্বজনীন রূপায়ণ এবং ৭টি ব্লক পৌঁছে গেছে সার্বজনীনতার স্তরে। দশম যোজনাকালে প্রতিটি গ্রামে এই প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণ।
* রাজ্যে এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ১ লক্ষের উপর, ৬·৭ লক্ষ সদস্যদের মধ্যে ১০ ভাগ মহিলা। আগামী বছরে স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা উন্নীত হবে ২·৫ লক্ষে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ১·৫ লক্ষে।
* রাজ্যের প্রতি বসতিতে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা, শিলিগুড়ি, হলদিয়ায় ফুড পার্ক নির্মাণের প্রস্তাব। ১৬টি পুরসভার হিমঘর ও গুদাম তৈরীর লক্ষ্য। পাঁচটি জেলায় এগ্রি এক্সপোর্ট জোন নির্মাণ, ফুল সংরক্ষণের উপযোগী হিমঘর নির্মাণ। কালিম্পঙের মংপুতে আইটুইন-এর সঙ্গে যৌথভাবে সুসংহত ফুল চাষ কেন্দ্র তৈরী। পাঁশকুড়ায় তৈরী হচ্ছে ফুল বিপণন কেন্দ্র।
* ২০০৪ সালের মধ্যে সকল ৫ থেকে ১৩ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগের ব্যবস্থা করা। আরও ৪০০টি বিদ্যালয় গৃহ, ১০২৬টি অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ ও ৩৫০টি শৌচাগার নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা আছে। ৩,৫০৬টি বিদ্যালয়ে গুণগত মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। ২০০৩-২০০৭ সালের জন্য সমস্ত শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করা। আগামী আর্থিক বছরে আরও ৫,০০০টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে।
* প্রতি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন ১,৯০৯'টি গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন হয়েছে। পূর্ণবিকিরণ কাজ চলছে প্রায় ৭,০০০ প্রকল্পে।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্বস্ত প্রতিফলন—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা : ২৯০ (৩০) / তথ্য / মুর্শিঃ / তাং : ২১-০৭-২০০৪

সমাজবিরোধীদের দাপটে ধুলিয়ানে জুয়োর রমরমা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান শহরের বিভিন্ন এলাকায় তিনটি স্ট্রাইকারের সাহায্যে ব্যাপক জুয়ো খেলা চলছে। এর ফলে ছাত্র থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই সর্বশান্ত হচ্ছেন প্রতিদিন। এই খেলার বেশী প্রচলন স্থানীয় কলাবাগান এলাকায়। এখানে ফেরীঘাট থাকায় বহু মানুষ নদীর ওপার থেকে আসেন। এখানে ২০-২৫ জনের দল জুয়ো খেলা পরিচালনা করে থাকে। অনেক সময় এরা নদী পারের যাত্রীদের জোর করে জুয়া খেলতে বাধ্য করায়। এলাকার ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে এখানে সময় সময় বোমা ছুরির লড়াইও চলে। যারা এই খেলা করাচ্ছে তারা বেশীর ভাগই সমাজবিরোধী। তাই এলাকার সাধারণ মানুষ ভয়ে কিছু বলতে পারেন না। পুলিশও সব কিছু দেখে ঠুঁটো জগন্নাথ।

ফ্ল্যাট ভাড়া আছে

ভদ্র পরিবেশে দুটি শোবার ঘর, ড্রয়িং রুম, ডাইনিং স্পেস, রান্না ঘর, ট্যাপের জল / টিউবওয়েল সব কিছুর স্বাচ্ছন্দ্য আছে।

যোগাযোগ :—জঙ্গিপুর সংবাদ
ফোন ঃ ২৬৬২২৮/২৬৭২২৮

গ্রামীণ মহিলারা এককাট্টা (১ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য পঞ্চায়েত শালিসীতে লিখিত অঙ্গীকার পত্র জমা দেন। চামুন্ডা গ্রামের পাঁচজন মদ বিক্রেতাও অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হয় বলে স্থানীয় গ্রামীণ মহিলারা জানান। এ থানায় ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও নারী হত্যার ঘটনা প্রায়শই শোনা যায়। বাদ যায় না নাবালিকারাও। এই সমস্ত অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের মূল কারণ অবৈধ মদ বলে জানান জঙ্গিপুরের ভারপ্রাপ্ত আবগারী অফিসার। অন্যদিকে খবর—মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাঠে মাঠে অন্ততঃ ১৪টা চোলাই মদ তৈরীর ভাটি দাপটে চলছে। আবগারী দপ্তরকে হাত করে চায়না রাজমল্লর মতো বেশ কিছু মহিলাও এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

ছাত্র সংসদের বিরোধ তুঙ্গে (১ম পৃষ্ঠার পর)

স্টাফেরা এতে রাজী নয়। এইভাবে ছাত্র ভর্ত্তির নামে হাজার হাজার টাকা লুটে পুটে খাচ্ছে কয়েকজন স্টাফ দীর্ঘদিন ধরে। কলেজ কর্তৃপক্ষ সব কিছু দেখেও চুপ—এ অভিযোগ এস এফ আই ছাত্র সংসদের।

শীর্ষে এবার ঝাড়ালা হাই স্কুল (১ম পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় ৩৯, পাস ২৬। সর্বোচ্চ নম্বর সৌরব বান্ধ্যা (৬৮১)। সাগরদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়ে মোট পরীক্ষার্থী ২১৪। স্টার নেই, প্রথম ১১, দ্বিতীয় ৬৩, পাস ৩৫। সর্বোচ্চ নম্বর হেমন্ত কর্মকার (৭৩১)। নিমতিতা উচ্চ বিদ্যালয়ে মোট পরীক্ষার্থী ৮১। স্টার নেই, প্রথম ৫, দ্বিতীয় ২৫, পাস ৩০। সর্বোচ্চ নম্বর ষষ্ঠীচরণ হালদার (৬৬১)। নয়নসুখ হাই স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ১৩৯। স্টার নেই, প্রথম ৩, দ্বিতীয় ২৪, পাস ৬১। সর্বোচ্চ নম্বর মইদুল ইসলাম (৬৫৩)। ফরাক্কা ব্যারেজ হাই স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী জানা যায়নি। স্টার , প্রথম ১০, দ্বিতীয় ৪৭, পাস ৬৪। সর্বোচ্চ নম্বর সুপ্রিয় সাহা (৮২০)। রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ৪৫। স্টার নেই, প্রথম নেই, দ্বিতীয় ১২, পাস ২০। সর্বোচ্চ নম্বর সুচিত্রা রবিদাস (৫৮৪)।

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমি শ্রীঅরূপ কুমার খাঁন, পিতা মৃত গনেশচন্দ্র খাঁন, ১০, খাঁনস্ গার্ডেন, মানকুন্ডু ষ্টেশন রোড, পোঃ+থানা—চন্দননগর, জেলা—হুগলী। গত ইং ১৩-২-২০০১ ও ইং ১০-৭-২০০১ তারিখে আমার স্থাবর সম্পত্তি দেখাশুনার বিষয়ে শ্রীদিলীপ কুমার হালদার, পিতা মৃত এককড়ি হালদার, সাং—গুজিরপুর, পোঃ+থানা—রঘুনাথগঞ্জ, জেলা—মুর্শিদাবাদ বরাবর দুই খন্ড জেনারেল পাওয়ার অফ্ এ্যাটর্নী সম্পাদন করিয়াছিলাম এবং তাহা বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রী অফিসের যথাক্রমে ২৩ নং ও ১০৫ নং দলিল হইতেছে। উক্ত পাওয়ার অফ্ এ্যাটর্নী বাতিলের জন্য আমি গত ইং ২৭-৭-২০০৪ তারিখে দুই খন্ড রিভোকেশন পাওয়ার অফ্ এ্যাটর্নী সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী করিয়াছি। উক্ত দলিল দুইটির নম্বর যথাক্রমে ২৫ নং ও ২৬ নং হইতেছে।

অতঃপর উক্ত শ্রীদিলীপকুমার হালদার আমার সম্পত্তি বিষয়ে কোনরূপ দান, বিক্রয়, হেবা, হস্তান্তর, দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অধিকারী নহেন এবং উক্ত রূপ কোন কার্য্য করিলে তাহা আমার নিজ কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে না। উক্ত ইং ২৭-৭-২০০৪ তারিখ হইতে শ্রীদিলীপ কুমার হালদার এর প্রতি উপরোক্ত পাওয়ার এর যাবতীয় অধিকার রদ ও রহিত করা হইয়াছে।

স্বাঃ—

অরূপ কুমার খাঁন

করলা হাজার ধুলে (৩য় পৃষ্ঠার পর)

জীবিকা আবার বহু পরিবারের ভরসা। ২০০২—০৩ ডাকঘরগুলি এই খাতে আয় করেছে ১৫৭৭ কোটি টাকা। ২০০২—০৩ এ ডাকঘরে এ দেশের মানুষ ৩.৭৪ লক্ষ কোটি টাকা জমিয়েছিলেন। পরের বছর আরও বেশী। কারণ এ টাকায় নিরাপত্তা রয়েছে। এবারে সেই নিরাপত্তা লোপাট পাবে। কারণ ডাকঘরের কাছ থেকে স্বল্প সঞ্চয় কেড়ে নেবার চেষ্টা শুরু হলো এই বাজেটেই। এবারে প্রতিহত হলেও পরবর্তীতে প্রতিহত করা বেশ কঠিত হবে। এদিকে যে আশায় বুক বেঁধেছিলেন বামপন্থীসহ সাধারণ মানুষ তাতেও জল পড়েছে। বাড়েনি এম আই এস বা আর পি এফের সুদের হার। কিন্তু বেড়েছে ইস্পাতের উপর কর। কাজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ছোটো বড়ো মাঝারি সব উৎপাদনই। আয়করের উর্ধ্বসীমা বেড়েছে। কিন্তু বসেছে সেস। সেস বসেছে পেট্রোপণ্যের উপরও। তাই তেলের দাম, বাসের ভাড়া আবারও বাড়বে। ক্ষুদ্র শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা নেই এই বাজেটে। নেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে চাঙ্গা করার প্রস্তাব। আসলে মনমোহন চিদাম্বরমদের পক্ষে উদারনীতি ছাড়া কোনো বিকল্প পথ ভাবাটাই কঠিন। কারণ ওরা ঐ বিষয়টা ভাবছেন বলেই এই চেয়ারে বসতে পেরেছেন। সঙ্গে নিয়েছেন ওদের একান্ত বিশ্বস্ত মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়াকে। কাজেই ইউ পি এ সরকারের এই বাজেট সচেতন মানুষের কাছে কোনো নতুন ঘটনাই নয়।

বামপন্থীদের যে অংশ প্রথমে সরকারে যাবার বিরোধীতা করে নানা মীরজাফরীয় বিশেষণে সম্মানিত হয়েছিলেন তারা আজ হাসছেন। কারণ তাদের জেদের জন্যই এখনও জনতার আদালতে যাবার রাস্তা খোলা রয়েছে। রয়েছে সংসদে প্রতিবাদ তোলার প্রথাও। আর সরকার গঠনের প্রধান সেনাপতির চোখে সেদিনও হতাশার ছায়া, হতাশার ছায়া আজও। কি করলেন তার স্বজাতি প্রধানমন্ত্রী? তবে কি কয়লার কালি কোনোমতেই ধোয়া যায় না। কোনো এক বাজারী অর্থনীতিবিদ বাজেটে সংস্কার শব্দটা পান নি জেনেও হরকিষণ সিং সুরজিৎ আশ্বস্ত হতে পারছেন না। কারণ, নাম না করে সংস্কারের পথেই চলছে সরকার—প্রস্তাবিত বিকল্প পথে নয়। ইতিমধ্যেই বীমা, টেলিকম কর্মীরা রাজপথে। তাদের হয়ে অনেক সাংসদও প্রকাশ্য সমালোচনায় মুখর। বিপাকে পড়েছেন গদগদ কমরেডরা—সরকার বদলালেও নীতি বদলানো গেল না।

শিশু শিক্ষায় দুর্নীতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

মাসে মাসে বেতন না হওয়ায় ঠিকঠাক কি হচ্ছে বোঝা যায় না। অনেক দিদিমণির প্রথম চার মাসের বেতন ও কনটিজেনসীর ১০০০ টাকা ঐ ব্যক্তি পকেটস্থ করেছে। এ নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ রয়েছে মানুষের। এ নিয়ে পার্টি মহলে অভিযোগও করা হয়েছে বহুবার। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ইতিমধ্যে বেতনের অভাবে মালদার সার্বজনীন শিক্ষা বনধের মুখোমুখি। এ ভাবেই বিভিন্ন প্রজেক্টের টাকায় উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে আছে। জেলা পরিষদ এবং এ, ডি, এম জেনারেলের হস্তক্ষেপ দাবী করেছে বিরোধী দলের নেতা রিয়াজুল সেখ।

জন্মদিন নীরবে চলে গেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ধরনের বাড়তি কিছু করতে গররাজি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কোনো আয়োজন পর্যন্ত করেন নি এই সময়ে। ফলে লক্ষ্মীকান্ত বাবুর বংশধরেরা ব্যথিত। বিদ্যালয়ের জন্মদিন ২ জানুয়ারী। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকও নীরব।

বাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সর্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।